দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 20 MAY 2003
পৃষ্ঠা ৪ ... ২

বাকৃবিতে বিক্ষোভ অগ্নিসংযোগ ভাংচুর

১১ শিক্ষকের চেম্বার ক্ষতিগ্রস্ত ॥ পশু পালন অনুষদ ভবনে তালা ॥ গতকাল কোন পরীক্ষা হয়নি

মোঃ রাজিবুর রহমান, *বাকৃবি থেকে*

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বৈঠকে ইন্টার্নশিপের অর্থায়ন সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট সাড়া না পাওয়ায় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পশুপালন অনুষদ ফুঁসে উঠেছে। বিক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীরা অনুষদ ভবনে তালা ঝুলিয়ে ১১ জন শিক্ষকের চেম্বারসহ ব্যাপক ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ ও বোমাবাজির ঘটনা ঘটায়। তারা প্রক্টরকে অবরুদ্ধ করে রাখে আড়াই ঘণ্টা। ছাত্রীদের সাথে ৩ সহকারী প্রক্টর ও ছাত্রদলের কিছু নেতার বাকবিতণ্ডায় ছাত্রীরা হলে বিক্ষোভ মিছিল করে। উত্তেজনা সমগ্র ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়ে।

ঘটনার পর গতকাল সোমবার অনুষদের সব পরীক্ষা বন্ধ ছিল।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের দা-কুমড়া সম্পর্কের জন্মবৈরী ভেটেরিনারি ও পশুপালন অনুষদ ইন্টার্নশিপের অর্থায়নের জন্য দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছিল। বিভিন্ন আন্দোলনের পর ভেটেরিনারি অনুষদ উক্ত দাবি পূরণের বিষয়ে সবুজ সঙ্কেত পেলেও পশুপালন অনুষদ তা না পাওয়ায় ছাত্ররা ক্ষিপ্ত হয়। বেশ কিছুদিন ধরে পশুপালন অনুষদ ইন্টার্নশিপের অর্থায়ন, পশুসম্পদ অধিদফতরের পৃথকীকরণ ও থানা পর্যায়ে এন্ট্রি পোস্ট পুনঃ সৃষ্টির দাবিতে মিছিল ও সমাবেশ করেছে। সবশেষে ইন্টার্নশিপের অর্থায়ন বিষয়ে ১৮ মে রবিবার সরকারের সাবেক সচিব ইরশাদুল হকের নেতৃত্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বৈঠক বসে। সন্ধ্যা থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা উক্ত বৈঠকের ফলাফলের আশায় অধীর আগ্রহে ছিল। রাত সাড়ে দশটার দিকে উক্ত বিষয়ে কিছু খবর পাওয়া গেলে তারা ধরে নেয় ফলাফল বুঝি তাদের প্রতিকূলে। রাত ১০টা ৪৫ মিনিটের দিকে শিক্ষার্থীরা অনুষদ ভবনের দুটি মেইন গেটে তালা ঝুলিয়ে অনুষদীয় ভবনের ভিতর অবস্থান নেয়। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর প্রফেসর এম বোরহান উদ্দিন উক্ত ভবনে কয়েকজন শিক্ষক নিয়ে আলোচনায় বসেছিলেন। উভয় গেট বন্ধ থাকায় তিনি সেখানে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। এ সময় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা অনুষদের ভিতর থেকে ব্যাপক ভাংচুরে মেতে ওঠে। ভাংচুর প্রতিরোধে ক্যাম্পাসে দাঙ্গা পুলিশ মোতায়েন করা হয়। দাঙ্গা পুলিশের বহর ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে অনুষদ ভবনের দিকে অগ্রসর হলেও গেট বন্ধ থাকায় তারা ভিতরে গিয়ে শিক্ষার্থীদের শান্ত করতে ব্যর্থ হয়। এ সময় সহকারী প্রক্টরগণ পুলিশ কর্মকর্তাদের বিভিন্ন কথা বলে থামিয়ে রাখেন। এ সুযোগে বাধাহীনভাবে শিক্ষার্থীরা ১১ জন শিক্ষকের চেম্বারসহ অনুষদ ভবনে ব্যাপক ভাংচুর করে। ক্ষতিগ্রস্ত কক্ষগুলোর শিক্ষক হলেন : ভারপ্রাপ্ত ডিন প্রফেসর আহমেদ আলী, পোল্ট্রি বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড. এমএআর হাওলাদার (প্রধান), প্রফেসর ড. মোঃ আশরাফ আলী, প্রফেসর ড. এসডি চৌধুরী, সহকারী প্রফেসর শওকত আলী, লেকচারার মোসলেহ উদ্দিন আহম্মদ, ডেইরি বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর একেএম আব্দুল মান্নান, প্রফেসর ড. এম এ সামাদ খান (প্রধান), প্রফেসর ড. আব্দুল ওয়াদুদ, পশু পুষ্টি বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড. শাহ জালাল এবং পশু প্রজনন বিভাগের প্রফেসর ড. একেএম ফজলুল হক ভূঁইয়া। এছাড়া ছাত্ররা ডেইরি বিজ্ঞান বিভাগীয় কার্যালয় ভাংচুর করে। কিছু ছাত্র গিয়ে ভবনের এক পাশে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। এ সময় তিনটি বিস্ফোরণের আওয়াজ পাওয়া যায়।

ব্যাপক ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগের সময় বাকৃবিতে কর্মরত সাংবাদিকবৃন্দ ভবনে ঢুকে ছবি তুলতে চাইলে অনুষদ জিএস মকবুল হোসেন মুকুল তাদের বাধা দেয়। সাংবাদিকরা ভিতরে ঢুকে ছবি তুলতে গেলে জোর করে তাদের বের করে দেয়া হয়। এতে সাংবাদিকরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। অনুষদের ডিপি এ ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

রাত ১২টার দিকে নতুন ছাত্রী হলের ছাত্রীরা হল থেকে বের হয়ে আন্দোলনে অংশ নিতে আসার জন্য হলের গেটরুমে জমায়েত হতে থাকলে সহকারী প্রক্টর প্রফেসর এম মোরশেদ আলম, প্রফেসর ড. জিএম মজিবুর রহমান ও প্রফেসর মোঃ আব্দুল কুদ্দুছ তাদের বাধা দেয় ও অকথ্য ভাষায় গালাগালি করে। এ বাধা পেরিয়ে ছাত্রীরা অনুষদীয় ভবনের নিকটবর্তী হলে ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ তাদের বাধা দেয় ও গালাগালি করে। পরে ছাত্রীরা হলে ফিরে গিয়ে ছাত্র বিষয়ক উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মোঃ আমিরুল ইসলামের এবং সহকারী প্রক্টরদের পদত্যাগ দাবি করে বিক্ষোভ মিছিল করে। এ ঘটনার কিছুক্ষণ পর কেআর মার্কেটের নতুন গলিতে সহকারী প্রক্টর প্রফেসর এম মোরশেদ আলম অনুষদ শিক্ষক ড. মোঃ শাহজালাল ও ড. একে ফজলুল হক ভূঁইয়ার সঙ্গে তীব্র বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। একে অপরকে মেয়েদের হলের ঘটনার জন্য দায়ী করেন।

রাত ১টার দিকে ভারপ্রাপ্ত ডিন প্রফেসর আহমেদ আলী ঢাকা থেকে ফিরে এসে শিক্ষার্থীদের জানান, তাদের দাবির ব্যাপারে অনুকূল আভাস পাওয়া গেছে। এ সময় শিক্ষার্থীরা শান্ত হয়ে হলে ফিরে যায় ও প্রক্টর অবরোধমুক্ত হন। এ বিষয়ে প্রফেসর আহমেদ আলী জনকণ্ঠকে জানান, মন্ত্রণালয়ের বৈঠকে সবার স্বার্থ রক্ষা করেই সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রক্টরের দেয়া ভুল তথ্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ভাংচুরের ঘটনা একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা।